ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি

সারসংক্ষেপ

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মসূচিগুলোর মধ্যে অন্যতম। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের ১৪ অনুচ্ছেদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত বেকার যুবদের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচি শিক্ষিত বেকার যুবদের জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের একটি উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়া।

এ কর্মসূচির অধীনে একজন শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবনারীকে নীতিমালা অনুযায়ী ১০টি নির্ধারিত মডিউলে ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে ২ বছর মেয়াদী অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিযুক্তি দেয়া হয়।
প্রত্যেক যুব প্রশিক্ষণকালীন দৈনিক ১০০/- টাকা এবং কর্মকালীন দৈনিক ২০০/- টাকা হারে কর্মভাতা পেয়ে থাকেন। কর্ম-ভাতা হতে প্রত্যেককে ৪০০০ টাকা করে মাস শেষে প্রদান করা হয় এবং অবশিষ্ট ২০০০ টাকা সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসেবে জমা থাকে, যা অস্থায়ী কর্মের মেয়াদপূর্তিতে এককালীন দেওয়া হয়।

- কর্মসূচির ১ম পর্বে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এস এস সি এবং নির্ধারিত বয়সসীমা ছিল ১৮ হতে ৩৫ বছর।
- ২য় পর্ব থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় ন্যূনতম এইচ এস সি ও বয়সসীমা ২৪ হতে ৩৫ বছর।
- মন্ত্রিপরিষদ সভার সিদ্ধান্তক্রমে দারিদ্র্য ম্যাপ অনুসারে উপজেলা নির্বাচন করা হয় এবং এ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়ে থাকে । কর্মসূচির নতুন পর্যায় চালু করার প্রারম্ভে কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিজ্ঞপ্তি ও সংবাদ প্রচার করা হয়ে থাকে । স্থানীয়ভাবে লিফলেট বিতরণ, মাইকিং,পোস্টারিংসহ অন্যান্য সুবিধাজনক মাধ্যমে যথাযথভাবে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়। প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই অন্তে উপজেলা সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে সাক্ষাতকার গ্রহণপূর্বক উপকারভোগী বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।
- বাস্তবায়ন সহায়িকা ও জারীকৃত নির্দেশনার আলোকে মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

পাইলট কর্মসূচি-১ম পর্ব (কুড়িগ্রাম,বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলা)

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০০৯-১০ অর্থবছরে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় শুরু হয় । ২ বছর পূর্তিতে তা সমাপ্ত হয়।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ মার্চ ২০১০ তারিখ কুড়িগ্রামে, ৬ মে ২০১০ তারিখ বরগুনায় এবং ৩১ জুলাই ২০১০ তারিখ গোপালগঞ্জ জেলায় এ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ।
- ১ম পর্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে : ৫৬৮০১ জন যুব (তন্মধ্যে যুবক: ৩৪০৫০; যুবনারী: ২২৭৫১)।
- কর্মে সংযুক্তি ৫৬০৫৪ জন : যুবক:৩৩৬০৩ জন;যুবনারী: ২২৪৫১ জন (যুবনারীর হার ৪০%)।
- এ পর্বে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয় : ৪৪.৩৮ কোটি টাকা।
- কর্মভাতা প্রদান করা হয় : ৭৪৯.৪২ কোটি টাকা।
- মোট ব্যয় হয় : ৮৪৮.২৬ কোটি টাকা।
- সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় : ২৬৯.০৫ কোটি টাকা।
- কর্মসংস্থান : ৩০২১ জন (৫.৩৯%)।
- আত্মকর্মসংস্থান : ২২৪৪৯ জন (৪০.০৫%)।

২য় পর্ব (রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম ব্যতীত অবশিষ্ট ৭টি জেলার ৮টি উপজেলা)

২য় পর্বভুক্ত ৭টি জেলার ৮টি উপজেলা হচ্ছে,- পীরগঞ্জ ও কাউনিয়া (রংপুর), হাতিবান্ধা (লালমনিরহাট), ফুলছড়ি (গাইবান্ধা), ডিমলা (নীলফামারী), খানসামা (দিনাজপুর), হরিপুর (ঠাকুরগাঁও) এবং পঞ্চগড় সদর (পঞ্চগড়)।

- ২য় পর্বে কর্মসূচি শুরু হয় : ২০১১-১২ অর্থবছর।
- বাছাইকৃত যুবদের সংখ্যা ছিল : ১৬০৩৬ জন।
- প্রশিক্ষণ শুরু হয় : ০১ মার্চ, ২০১৩।
- প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী : ১৪৫১৫ জন (যুবক ৮৯৩৮ জন; যুবনারী ৮১২৭ জন)।
- অস্থায়ী কর্মে সংযুক্তিলাভ : ১৪৪৬৭ জন (যুবক ৮৮১৬ জন, যুবনারী ৫৬৫১ জন)।
- প্রশিক্ষণ ভাতা : ১০.৯৯ কোটি টাকা, কর্মভাতা- ১৮০.০০ কোটি টাকা।
- উপকারভোগীদের ফেরতযোগ্য সঞ্চয় বিতরণ : ৬৯.৪৪ কোটি টাকা।
- পরিচালন ব্যয়সহ মোট ব্যয় হয় : ২২২.৪৫ কোটি টাকা।
- কর্মসংস্থান : ৭০৫ জন (৪.৮৭%), আত্মকর্মসংস্থান ৯৬৪১ জন (৬৬.৬৪%)।

৩য় পর্ব (১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলা)

৩য় পর্বভুক্ত ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলা হচ্ছে,- ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল, জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ, শেরপুর জেলার শেরপুর সদর, রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ, শরিয়তপুর জেলার গোসাইরহাট, কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ, চাঁদপুর জেলার হাইমচর, সিরাজগঞ্জের চৌহালী, নাটোর জেলার সিংড়া, খুলনার তেরখাদা, বাগেরহাটের চিতলমারী, সাতক্ষীরার শ্যামনগর, মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর, বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ, পিরোজপুরের কাউখালী, ঝালকাঠির নলছিটি এবং বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলা।

- ৩য় পর্বে প্রশিক্ষণ শুরু হয় : ০১ এপ্রিল ২০১৫ ।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত : যুব ১৬৩৪২ জন (যুবক ৮২১৫জন; যুবনারী ৮১২৭জন)।
- অস্থায়ী কর্মসংযুক্তি : ১৪৮০৩ জন (যুবক: ৭৪৬৫জন; যুবনারী:৭৩৩৮জন) যুবক:৫০.৪৩% এবং যুবনারী: ৪৯.৫৭%)।
- সংযুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে : ফেব্রুয়ারি ২০১৮ এ ।
- ৩য় পর্বে প্রশিক্ষণ ভাতা : ১১.২৫ কোটি টাকা; কর্মভাতা: ১৭৮.২৫ কোটি টাকা।
- ফেরতযোগ্য সঞ্চয় বিতরণ : ৭১.০৫ কোটি টাকা।
- পরিচালন ব্যয়সহ মোট ব্যয় : ১৯০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।

৪র্থ পর্ব (০৭টি জেলার ২০টি উপজেলা)

৪র্থ পর্বভুক্ত ৭টি জেলার ২০টি উপজেলা হচ্ছে যথাক্রমে বরিশাল জেলার হিজলা, মুলাদী, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, উজিরপুর, বাকেরগঞ্জ, বানারীপাড়া ও বাবুগঞ্জ; সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট ও কানাইঘাট; ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ সদর, ফুলপুর, তারাকান্দা, ধোবাউড়া ও ঈশ্বরগঞ্জ; রংপুর জেলার গংগাচড়া; শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ; জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ ও ইসলামপুর এবং পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর।

- এ পর্বের প্রশিক্ষণ শুরু হয় : ১ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ।
- প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীর সংখ্যা : ২৬৩৭৬ জন (যুবক ১৩৩৮৪ এবং যুবনারী ১২৯৯২ জন)।
- অস্থায়ী কর্ম সংযুক্তি : ২৬৩৭৫ জন (যুবক: ১৩৩৮৪এবং যুবনারী ১২৯৯১ জন)।
- ২ বছরের অস্থায়ী কর্ম-সংযুক্তির মেয়াদ পূর্তি : ৩০ জুন ২০১৮ (১ম ধাপের ১৭১৬৮ জন) ।
- ৪র্থ পর্বের কর্মসূচি সমাপ্ত : ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ ।
- প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান : ২০.০৪ কোটি টাকা।
- কর্মভাতা প্রদান : ৩৮৪.০০ কোটি টাকা।
- এ পর্যন্ত সঞ্চয় ফেরত প্রদান : ৮২.৪০ কোটি টাকা।
- পরিচালন ব্যয়সহ সম্ভাব্য মোট ব্যয় : ৪৫২.০৫ কোটি টাকা।

৫ম পর্ব (১৫টি জেলার ২৪টি উপজেলা)

৫ম পর্বভুক্ত ২৪ টি উপজেলা হচ্ছে ইন্দুরকানি (পিরোজপুর), ভোলা সদর, (ভোলা), কচুয়া, হাজীগঞ্জ, মতলব (দক্ষিণ) (চাঁদপুর জেলা); জাজিরা, শরিয়তপুর সদর, (শরিয়তপুর), বকশীগঞ্জ, জামালপুর সদর, মেলান্দহ (জামালপুর), জকিগঞ্জ সিলেট, আশাশুনি, কালিগঞ্জ (সাতক্ষীরা), সাঘাটা, সাদুল্লাপুর, (গাইবান্ধা), ফুলবাড়িয়া, হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ), তারাগঞ্জ (রংপুর), জুড়ি (মৌলভীবাজার), বরিশাল সদর (বরিশাল), নাইক্ষংছড়ি (বান্দরবান), রামগড়, মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি), বিলাইছড়ি (রাংগামাটি)।

- এ পর্বে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত : ৩৭১৪১ জন (যুবক: ১৮৩৭৮ জন ও যুব নারী:১৮৭৬৩ জন) ।
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু : ৩সেপ্টেম্বর ২০১৭ ।
- এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী : ৩১২৮৪ (যুবক: জন ও যুব নারী: জন)।
- এ পর্যন্ত কর্মে সংযুক্তি : ৩১২৮৪ জন (যুবক: জন ও যুবনারী: জন)।
- এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ ভাতাবাবদ ব্যয় : কোটি
- বর্তমানে প্রশিক্ষণরত : ২৮৫০;প্রশিক্ষণের অপেক্ষমান ৩০০৭ জন
- ৫ম পর্বে সম্ভাব্য ব্যয় : ৫৭৫.১৬ কোটি টাকা

বাস্তবায়ন কার্যক্রম ঃ

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যক্রমে লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কাজ করছে । ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির নীতিমালা মোতাবেক কর্মসূচিটি পরিচালিত । মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সেল হতে সার্বিক দায়িত্ব পালন করা হয়। বাস্তবায়ন পর্যায়ে সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি রয়েছে। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে ১৮ সদস্য সম্বলিত জেলা সমন্বয় কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা সমন্বয় কমিটি রয়েছে।

ন্যাশনাল সার্ভিসের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবনারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান ঃ

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি উন্মুক্ত আছে। তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে এ ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া, কর্মসংস্থান ব্যাংক হতেও তারা ঋণ গ্রহণ করছেন। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাগণকে যোগাযোগ ও সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ন্যাশনাল সার্ভিসের সুবিধাভোগীদের প্রণোদনা দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সেল যেসব জেলা-উপজেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে, সেসব জেলা-উপজেলা হতে নিয়মিত আত্মকর্মসংস্থানের তথ্য সংগ্রহ করে থাকে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে থাকে । এ ছাড়া সরকারী- বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনের (Linkage) দায়িত্ব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পালন করে থাকে ।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সমাপনকারী যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের তথ্য ঃ

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত যুবদের ৩মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ শেষে ০২ বছরের জন্য কর্মসূচির আওতায় অস্থায়ী কর্মসংযুক্তি লাভ করে। উক্ত মেয়াদান্তে সংশ্লিষ্ট যুবরা তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও কর্মঅভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অন্যত্র কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিয়েছে। কেউবা আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে । তথ্য নিম্নরূপঃ

কর্মসূচি	কর্মসংস্থান	আত্মকর্মসংস্থান	মোট
১ম পর্ব	৩০২১ জন	২২৪৪৯ জন	২৫৪৭০ জন
২য় পর্ব	৭০৫ জন	৯৬৪১ জন	১০৩৪৬ জন
৩য় পর্ব	১৮৬৫ জন	৫৩৩৩ জন	৭১৯৮ জন
মোট=	৫৫৯১ জন	৩৭৪২৩ জন	৪৩০১৪ জন

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির প্রভাব ঃ

- ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ প্রদান ১৯৩৯৮৫ জন।
- অস্থায়ী কর্মে নিযুক্তি ১৯১৬৫০ জন ।
- এ কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ সরকারি বিভিন্ন বিভাগে কর্ম-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ও সেবার পরিধি এবং মান বৃদ্ধি করেছে।
- কর্মসূচি গ্রহণের ফলে কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় আর্থিক লেনদেনসহ দ্রব্য ও সেবাকর্মের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- যুবদের দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতা বৃদ্ধিসহ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।
- ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে তাদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম হচ্ছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির ১ম পর্বের সমীক্ষাতেও এ বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়েছে ।